গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০১১.২০১৭-

তারিখঃ ---------- খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আবু সায়েদ, প্রশিক্ষক(পশুপালন), সমাপ্ত ১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প(১ম পর্যায় ৮টি)-এর আওতায় পঞ্চগড়(মূল কর্মস্থল-নওগাঁ) কর্মকালীন গত ১৪-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ তার সাথে অধিদপ্তরের পরিচালক(প্রশিক্ষণ) পঞ্চগড়ের একজন প্রশিক্ষণার্থীর মোবাইল ফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশিক্ষণ বিষয়ে জানতে চেয়ে, কথা বলেন এবং কাঁচা বাজার করা একজন প্রশিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কিনা পরিচালক(প্রশিক্ষণ) এরূপ প্রশ্ন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে অসংলগ্ন ও অভব্য ভাষা প্রয়োগ করেন এবং এক পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীকে 'দুর রাখো', ব্যস্ত আছি বলে দাও একথা বলে পরিচালক(প্রশিক্ষণ)-এর সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। বর্ণিত অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে অসদাচরণের অভিযোগে অধিদপ্তরের ২৭-৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৬১ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী দিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় গত ১১-৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অতঃপর বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সে মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিভাগীয় তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় অত্র দপ্তরের ২৮-৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৪৮ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাসহ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি অভিযোগ স্বীকার করেননি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে অশালীন আচরণ গর্হিত অপরাধ। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি তার প্রথম অপরাধ। অন্যদিকে তিনি সমাপ্ত প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা। থোক বরাদ্দ হতে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন।

০৩। যেহেতু, তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, নথি পর্যালোচনা ও সার্বিক বিবেচনায় প্রথম অপরাধ হিসেবে তাকে লঘুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মতে প্রশিক্ষক(পশুপালন) জনাব মোঃ আবু সায়েদ-কে তিরস্কার(censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো ;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০১১.২০১৭-১৬৮

তারিখঃ -১০-১০-২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। পরিচালক(প্রশাসন/বাস্তবায়ন/প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,পঞ্চগড়/নওগাঁ।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকাপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো|
০৪। ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,নওগাঁ/পঞ্চগড়(বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষককে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।
০৫। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করতে অনুরোধ করা হলো
০৬। জনাব মোঃ আবু সায়েদ, প্রশিক্ষক(পশুপালন), সমাপ্ত ১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প(১ম পর্যায় ৮টি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,নওগাঁ।
০৭। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

Shahidul/E/Realse-373

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক (শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯